লাতিন ভাষায় মুদ্রিত যে বাইবেল গুটেনবার্গের বলে পরিচিত তার হরফের সৌন্দর্য- হরফ সাজানোর- আর ছাপার মুনশিয়ানা প্রায় অঙ্ক লাগিয়ে দেওয়ার মত নিখুঁত। এ বাইবেল ছাপা হয়েছিল ১৪৫৫ খ্রী:। প্রথম দিকের মুদ্রিত বইগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; তাদের তৈরী করা হত অবিকল পুঁথির অনুকরণে। ১৫০০ খ্রী: পর্যন্ত ছাপা বইগুলিকে ইনকুনাবুলা বলা হত। উদ্দেশ্য ছিল পুঁথির মত বই তৈরী করা। ক্রেতাদের হাতে পুঁথির মত একটা বই তুলে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তবে মুদ্রণ ব্যবস্থার সম্ভাব্য ফল সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেননা। তাঁরা যে এক সমাজ বিপ্লবের হোতা হতে চলেছেন - এ বিষয়ে সম্যক ধারণা তাদের ছিলনা বলাই চলে। যেহেতু প্রথম দিকের ক্রেতারা ছিলেন মূলত ধনী সম্প্রদায়ের তাই মুদ্রিকেরা প্রথমে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক ছাপার ওপর জোর দিতেন বেশী। ধর্ম নিরপেক্ষ বই বলতে- শিভালরীর- গল্প বা রোমান্স প্রচলিত ছিল।

বস্তুত পক্ষে সমাজের সাথে সাথে পাঠক শ্রেণীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মেইনজ এর মত ছোট শহরেও ব্যবসায়ী আইনজীবী, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি পাঠুরে মানুষের মধ্যে বইয়ের চাহিদা ছিল উল্লেখযোগ্য। এরাই মধ্যবিত্তশ্রেণী হিসাবে পরিচিত। নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সমাজে মেলামেশা করার জন্য সরকারী দপ্তরে নানা দলিলপত্র তৈরী করার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এদের লেখাপড়ার প্রয়োজন ছিল। শহরের স্কুলের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও বইয়ের চাহিদা ছিল। পাঠুরে মানুষের এত সংখ্যাবৃদ্ধি ও লেখালেখি পড়ার চর্চার বিস্তার- মুদ্রণশিল্পকে ছড়িয়ে দিয়েছিল এত। পাঠুরে মানুষের সংখ্যার সাথে পড়ার চর্চা সাংস্কৃতিক আর বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের আয়তনও বাড়িয়ে তোলে। নিজেদের প্রয়োজনে এরা লাতিন ভাষায় বই পড়া করতেন। এর মধ্যে পাঠ্যক্রম আবির্ভাব, বিশ্বকোষ, নানাধরনের ইতিহাস, পদ্ধতিশাস্ত্র প্রমুখ বই আর- সংলাপ, দিনলিপি রচনাবলী।

shot on moto g8 plus
Prasenjit's photography